জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

বুধবার, ১০ এপ্রিল, ২০১৯

(তারিখ: ১০ এপ্রিল হতে ১৪ এপ্রিল, ২০১৯)

প্রচারে
কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়
সহযোগিতায়: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইল: pdamisdp@dae.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পূর্বাভাস

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনে বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে আসবে। এ অবস্থায় গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাগেরহাট জেলায় ১২ এপ্রিলের পর গম কেটে ফেলতে এবং পাট বীজ বপন করতে পরামর্শ দেওয়া হলো। অন্যান্য জেলাগুলোতেও একই কাজ করতে হবে।
- উপরোক্ত জেলাগুলো ছাড়া অন্যান্য জেলায় যেহেতু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে সেহেতু ধানের জমির পানির স্তর ও অন্যান্য ফসল (ভুট্টা, চীনাবাদাম, মুগ, পাট, সবজি) এর মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে।
- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী ওপরে থাকার সম্ভাবনা থাকায় যশোর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, মেহেরপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, পিরোজপুর, পাবনা, নারায়নগঞ্জ, খুলনা, ও সাতক্ষীরা চুয়াডাঙা, ঝিনাইদহ মাগুরা জেলায় বিশেষ করে সবজি ক্ষেতে মাটির আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং সেচ দিতে হবে।
- অনেক জেলায় উচ্চ আর্দ্রতার সাথে মেঘাচ্ছন্ন ও উষ্ণ আবহাওয়া থাকতে পারে সেকারণে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফসল অনুযায়ী মূখ্য পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো:

বোরো ধান : ফুল/দানা গঠন/পরিপক্ক পর্যায়

- গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাগেরহাট জেলায় গত কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে এবং আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় সার ও বালাইনাশক সেচ, সার, বালাইনাশক দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সেচ নালা পরিষ্কার রাখুন এবং জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন।
- উপরের জেলাগুলোতে গত কয়েকদিনের বৃষ্টি এবং আগামী দিনগুলোর বৃষ্টিপাত ব্যবহার করে জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখতে হবে। যে জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই সেখানে তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ধানের জমিতে পানির স্তর পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং সেচের মাধ্যমে পানির স্তর বজায় রাখতে হবে।
- বৃষ্টিপাত নেই এমন জেলায় চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে বৃষ্টিপাতের পর ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। সর্বোচ্চ কুশিস্তরে আগাছাদমন সহ সব ধরণের মাঠ পরিচর্যা চালিয়ে যেতে হবে।
- মাঠের ফসল নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে নিম্নলিখিত রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা গেলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
    - ব্লাস্ট: নাটিভো গ্রুপের বালাইনাশক স্প্রে করুন।
    - বাদামী দাগ রোগ: এক লিটার পানিতে ২ মিলি ট্রাইসাইক্লোজল ও হেক্সাকোনাজল মিশিয়ে ১০ দিন পর পর প্রয়োগ করুন।
    - ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ: প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬০ গ্রাম পটাশ সার, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম দস্তা সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
    - পাতা মোড়ানো পোকা: ম্যালাথিয়ন/ ফেনিট্রোথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
    - মাজরা পোকা: আলোক-ফাঁদ ব্যবহার ও নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাজরা পোকার উপস্থিতি সনাক্ত করতে হবে। পোকার উপস্থিতি দেখা গেলে কার্বোফুরান/ কারটাপ/ফিপ্রোনিল/ডায়াজিনন গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপরোক্ত কার্যক্রম বর্তমানে রাজবাড়ি, যশোর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, খাগড়াছড়ি, মেহেরপুর, ফরিদপুর, গোপালগছজ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবান, বরগুনা, পিরোজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, ভোলা, বাহেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায়

চালিয়ে যেতে হবে।

যেহেতু বোরো আবাদ পুরোদমে চলছে ফসলের উপর রোগ বালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণের জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা :পরিপক্ক থেকে সংগ্রহ পর্যায় (রবি)

বাড়ন্ত পর্যায় (খরিফ-১)

- চারার বয়স ৬০-৭০ দিন হবার পর তৃতীয় সেচ দিতে হবে। সেচ প্রদানের সময় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। যেসব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সেচ নালা পরিষ্কার রাখুন এবং জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর যেসব জমিতে গাছের ঘনত্ব বেশী সেখানে গাছ পাতলা করে দিতে হবে এবং আগাছা দমন ও গাছের গোড়া বাঁধা অব্যাহত রাখতে হবে।
- যেসব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই সেখানে উপরোক্ত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

গম :সংগ্রহ পর্যায়

পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে শুষ্ক স্থানে রাখুন।

মুগ: বাড়ন্ত/পড গঠন পর্যায়

- মুগ আর্দ্রতা সংবেদনশীল ফসল। বৃষ্টির কারণে জমা অতিরিক্ত পানি মাঠ থেকে নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা করতে হবে।
- বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে।
- এ সময় পাতায় সারকোস্পোরা দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- পাতা পচা রোগের আক্রমণ দেখা গেলে ২ মিলি টেবুকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- পাউডারি মিলডিউ রোগের আক্রমণ দেখা গেলে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা দমনে ১ মিলি ডায়াসিল হাইড্রাজিন গ্রুপের কীটনাশক যেমন ইন্ট্রিপিড ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- যেসব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই সেখানে উপরোক্ত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। বাকী জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাতের পর এগুলো করতে হবে।

চীনাবাদাম :ফুল/পড গঠন/পরিপক্ক পর্যায়

- সেচ নালা পরিষ্কার রাখুন এবং জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় চীনাবাদামে টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- যেসব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই সেখানে উপরোক্ত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

আম: ফল পর্যায়

আম উৎপানকারী জেলা যেমন রাজশাহী, রংপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ,কুষ্টিয়া, নওগাঁ, দিনাজপুর ও নাটোর জেলার জন্য পরামর্শ-

- মাঝে মাঝে উচ্চ বায়ু প্রবাহ ফল আসাকে ব্যাহত করতে পারে। ফল ধারণ বাড়াতে ২০ পিপিএম হারে এনএএ স্প্রে করুন। ১% পটাশিয়াম নাইট্রেট (১০ গ্রাম/লিটার) প্রয়োগের মাধ্যমে ফল আসা ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে। এটি প্রতিরোধে ডায়থেন এম ৪৫ অথবা অন্য যে কোন ছত্রাকনাশক ৪ গ্রাম,

১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। বিকেলের দিকে গাছে পরিষ্কার পানি স্প্রে করুন।

- বিদ্যমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি সাইপারমেথ্রিন অথবা ডাইক্লোরোভস মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সব ধরণে স্প্রে ১১ এপ্রিলের পর করুন।

সবজি (বেগুন, চিচিংগা, শসা, করল্লা, ঝিঙা, বরবটি, ও ঢেঁড়শ): বাড়ন্ত/ফল আসা পর্যায়

আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

- চিচিংগা, শসা, ঝিঙা ও করল্লার জমি থেকে হাত দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। চিচিংগায় হাত দিয়ে পরাগায়নের মাধ্যমে শতভাগ ফল ধারণ নিশ্চিত করা যায়। ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে ৭-১০ দিন পর পর ম্যানকোজেব ৬৪% + মেটালোক্সিল ৮% ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/ লিটার হারে অথবা ম্যানকোজেব ৫০% + ফেনামিডন ১০% ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ।
- শসা, করল্লা, বরবটি, ঝিঙা, ঢেঁড়শের বীজ বপন করে দিতে হবে। ঢেঁড়শে সাদা মাছি ও জেসিডের আক্রমণ হলে ০.৫% ঘনত্বের সাবান পানি অথবা ৫ মিলি তরল সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ক্ষেতে মাকড়সা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। (১টি মাকড়সা গড়ে দিনে ২-১৫টি জ্যাসিড শিকার করে খায় । ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে জ্যাসিড আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে । সাদামাছি দমনের জন্য প্রফিনোফস ৪০% + সাইপারমেথ্রিন ২.৫% ২ গ্রাম/লিটার হারে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- বৃদ্ধির সময় এবং ফুল আসার সময় শসা জাতীয় সবজির জমিতে নাইট্রোজেনাস সার প্রয়োগ করতে হবে।

**প্রয়োজনীয় পরার্মশের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিস বা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১০ এপ্রিল, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৯ এপ্রিল, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১০ এপ্রিল, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

Name of Divisions	Name of Stations	Rain fall (mm)	Max. Temp (°C)	Min. Temp (°C)	Name of Divisions	Name of Stations	Rain fall (mm)	Max. Temp (°C)	Min. Temp (°C)
Dhaka	Dhaka	19	32.0	18.9	Rajshahi	Rajshahi	Trace	34.6	18.4
	Tangail	06	33.2	17.2		Ishurdi	Trace	34.2	18.7
	Faridpur	00	33.7	19.0		Bogura	11	31.5	18.0
	Madaripur	00	33.2	20.4		Badalgachhi	29	31.0	17.3
	Gopalgonj	18	33.5	19.5		Tarash	00	32.0	17.8
	Nikli	60	30.0	16.5					
					Rangpur	Rangpur	01	30.2	18.0
Mymensingh	Mymensingh	23	28.8	17.5		Dinajpur	00	30.1	18.1
	Netrokona	02	28.2	17.1		Sayedpur	04	30.7	17.8
						Tetulia	00	32.0	19.0
Chattogram	Chattogram	22	31.8	19.3		Dimla	Trace	31.6	18.2
	Sandwip	38	31.0	19.0		Rajarhat	00	29.8	16.9
	Sitakunda	32	32.0	19.0					
	Rangamati	31	33.0	18.0	Khulna	Khulna	01	33.8	22.6
	Cumilla	67	30.7	17.6		Mongla	00	33.0	24.4
	Chandpur	14	32.8	19.1		Satkhira	00	34.2	23.1
	M.Court	25	32.0	19.5		Jashore	54	34.0	20.0
	Feni	25	32.0	17.5		Chuadanga	06	34.0	19.2
	Hatiya	00	31.8	21.9		Kumarkhali	01	33.4	19.6
	Cox's Bazar	03	31.2	21.3					
	Kutubdia	03	31.3	20.0	Barishal	Barishal	01	32.8	23.0
	Teknaf	00	33.5	22.5		Patuakhali	00	33.3	23.5
						Khepupara	00	32.2	25.1
Sylhet	Sylhet	07	29.6	17.5		Bhola	00	33.2	23.1
	Srimangal	30	31.0	15.7					

গুরুত্বপূর্ন:

- গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ৬.২৫ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল ছিল ।
- দেশে গতসপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ৩.৩৫ মিমি পানির ঘাটতি ছিল ।

আগামী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৩ এপ্রিল ২০১৯ সকাল ৯.০০ টা হতে)

পূর্বাভাস: ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্রগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি/ বজ্রপাত সহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো বাতাস হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় এক বা দুই জায়গায় শিলা বৃষ্টি হাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে (১-২ ডিগ্রি)।

সপ্তাহের শেষে (০৯ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত)তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

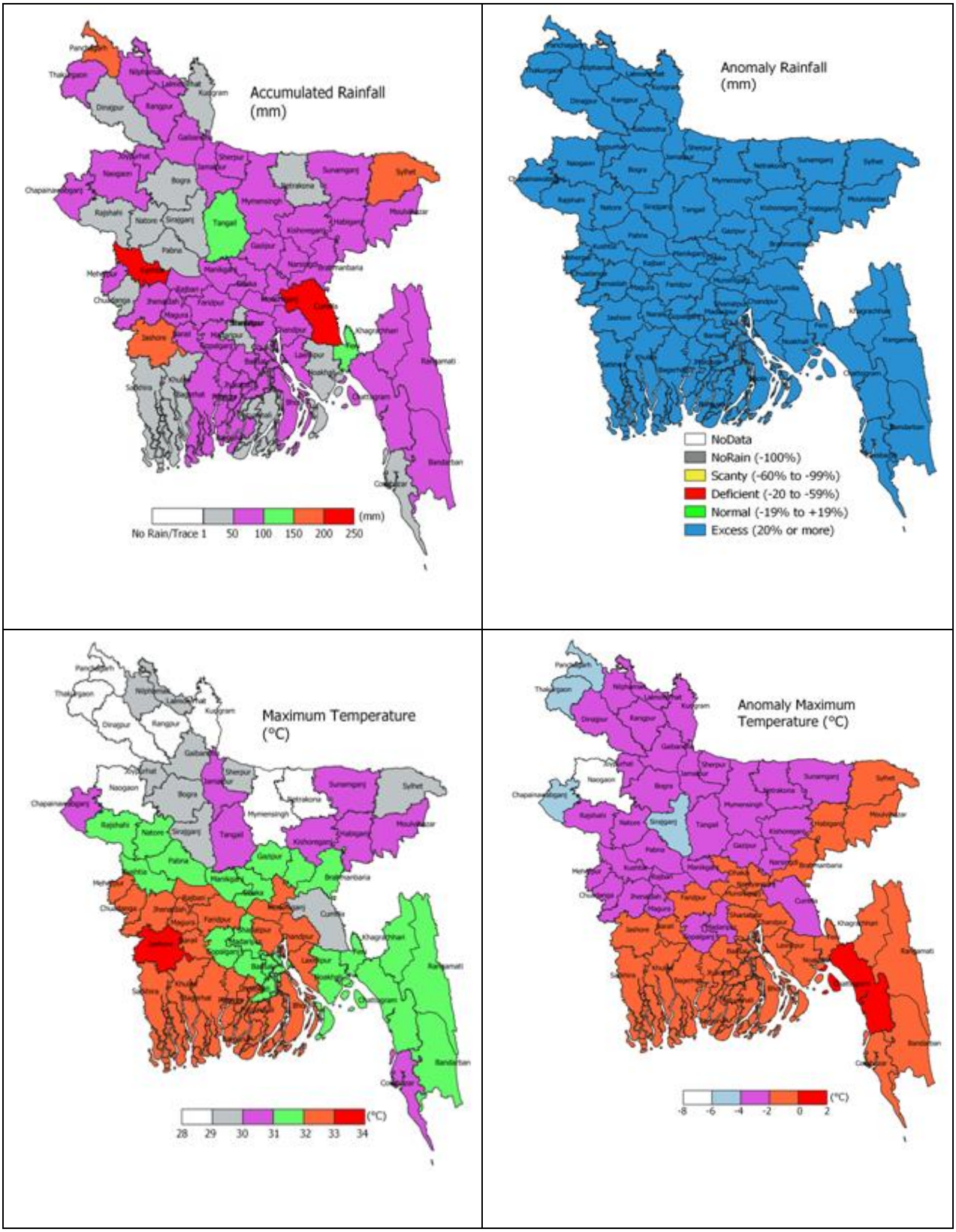

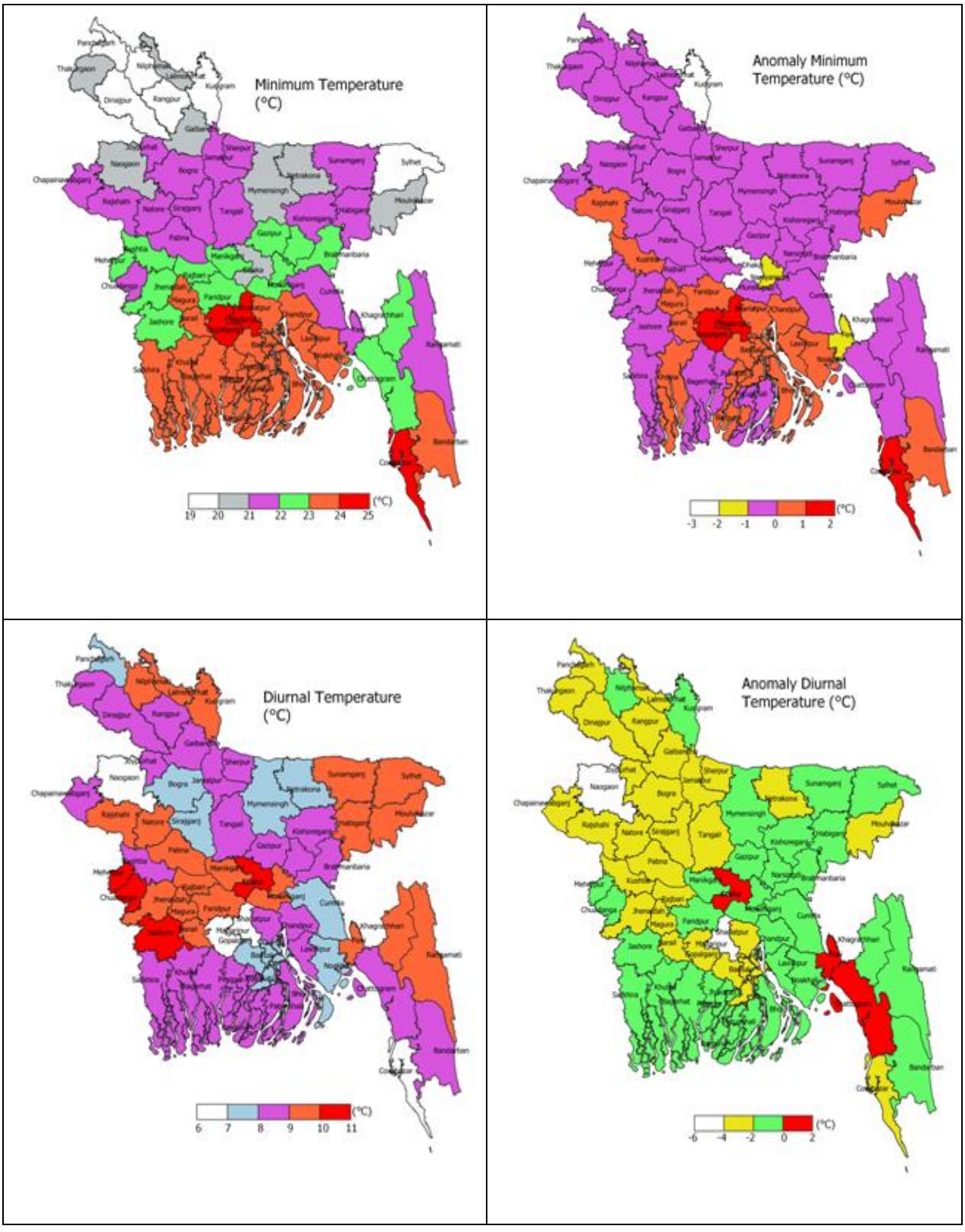
Minimum Temperature (°C)
19 20 21 22 23 24 25 (°C)
Anomaly Minimum Temperature (°C)
-3 -2 -1 0 1 2 (°C)
Diurnal Temperature (°C)
6 7 8 9 10 11 (°C)
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
-6 -4 -2 0 2 (°C)

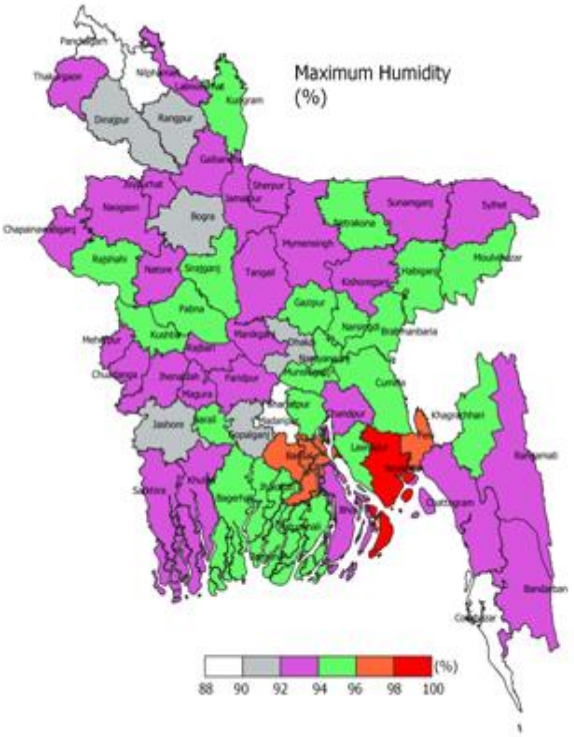
Maximum Humidity
(%)
88 90 92 94 96 98 100 (%)

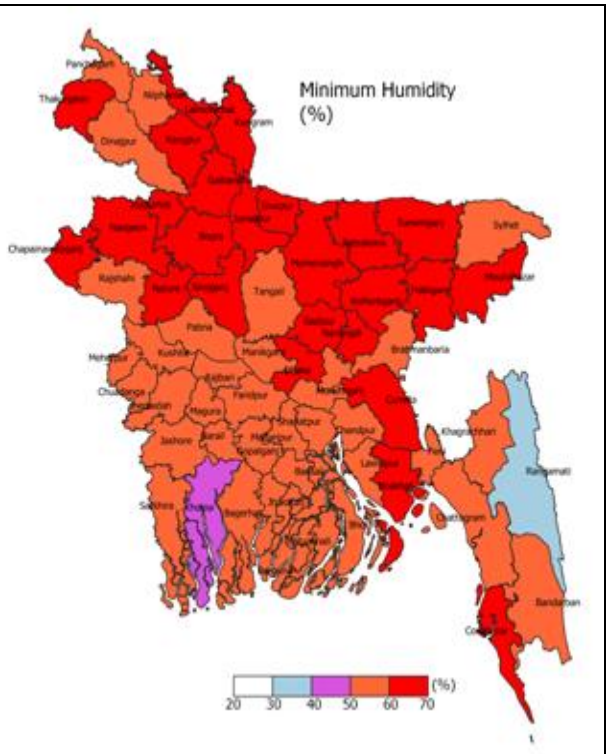
Minimum Humidity
(%)
20 30 40 50 60 70 (%)

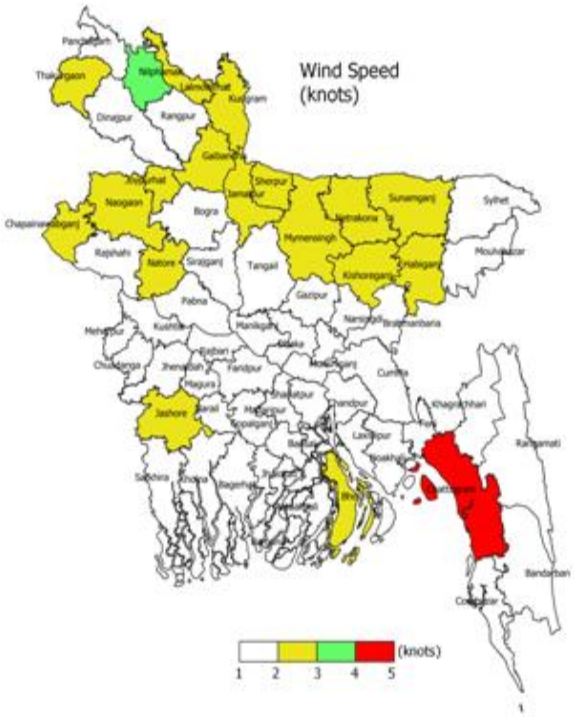
Wind Speed
(knots)
1 2 3 4 5 (knots)

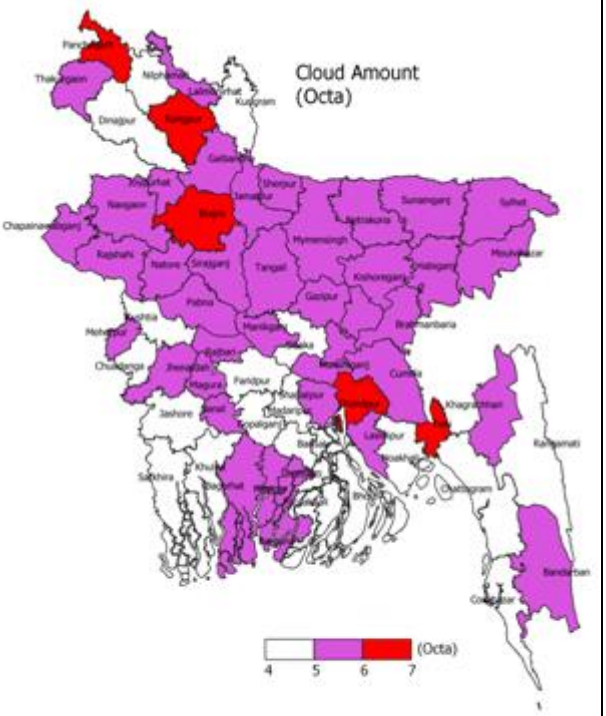
Cloud Amount
(Octa)
4 5 6 7 (Octa)

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৮/০৪/২০১৯ হতে ১৪/০৪/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত): এ সপ্তাহে দিনের ৬.৫০-৭.৫০ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং প্রতিদিন গড়ে ৩.০০ হতে ৪.০০ মিমি পানির ঘাটতি হতে পারে ।

- ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্রগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি/ বজ্রপাত সহ হালকা (৪-১০ মিমি/ডে) থেকে মাঝারি (১১-২২ মিমি/ডে) বৃষ্টিপাত হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় মাঝারী ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মিমি/ডে) বৃষ্ট্রিপাতসহ শিলা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

- সারাদেশে রাতে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১০ এপ্রিল হতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত)

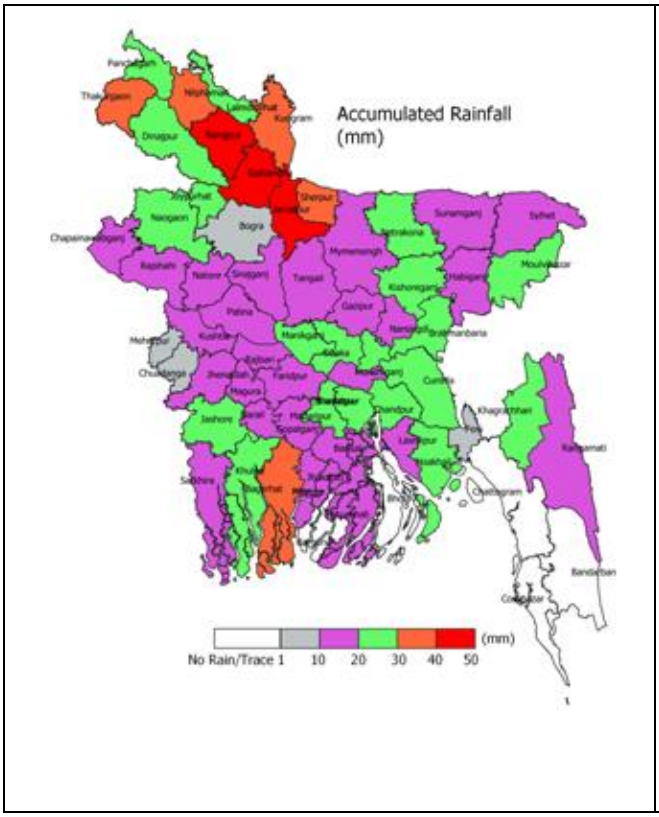

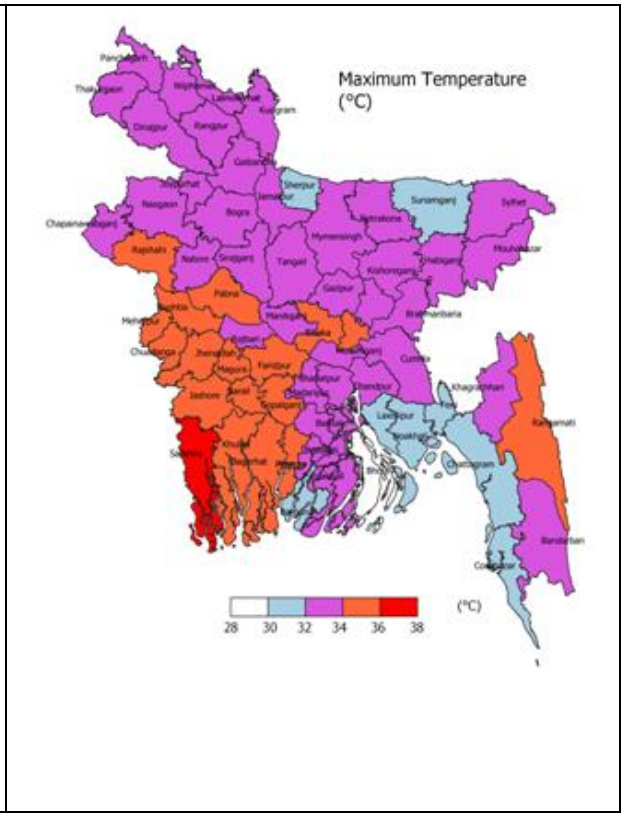

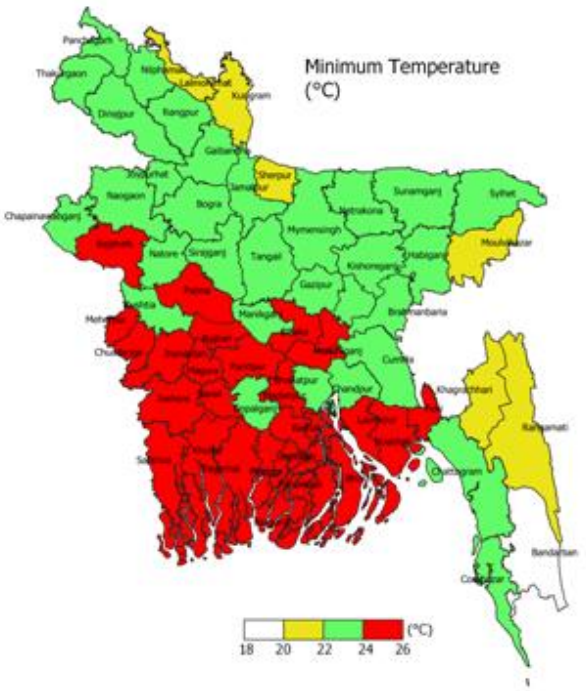
Minimum Temperature
(°C)
(°C)
18 20 22 24 26

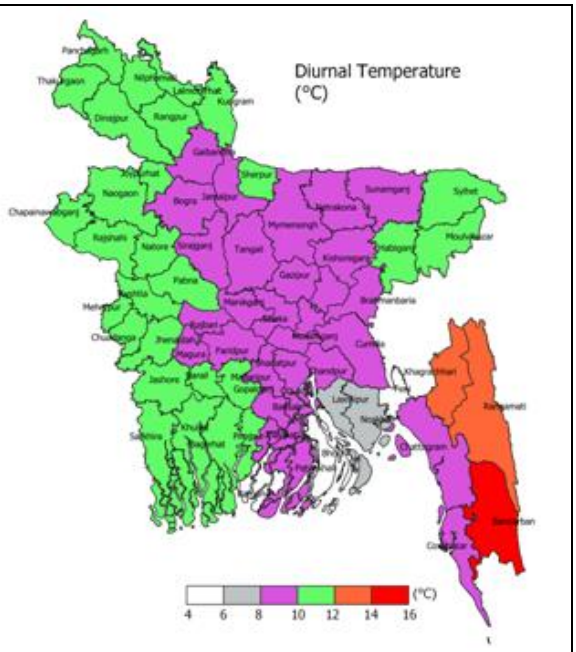
Diurnal Temperature
(°C)
(°C)
4 6 8 10 12 14 16

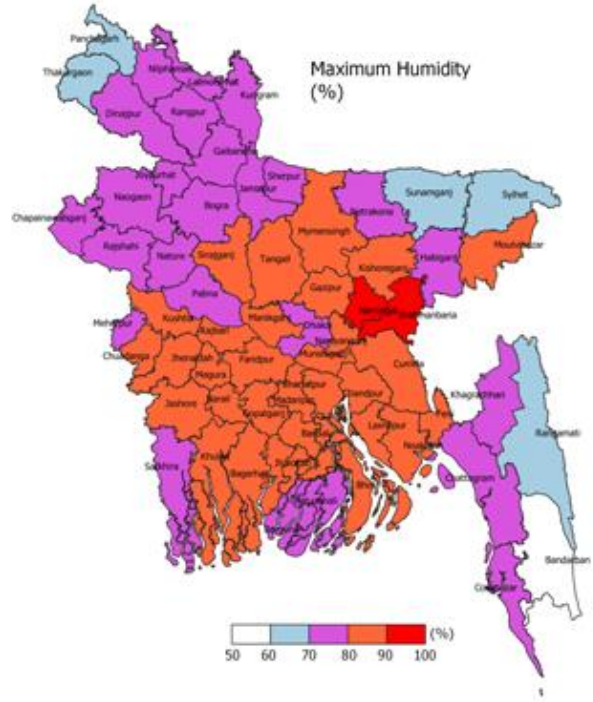
Maximum Humidity
(%)
(%)
50 60 70 80 90 100

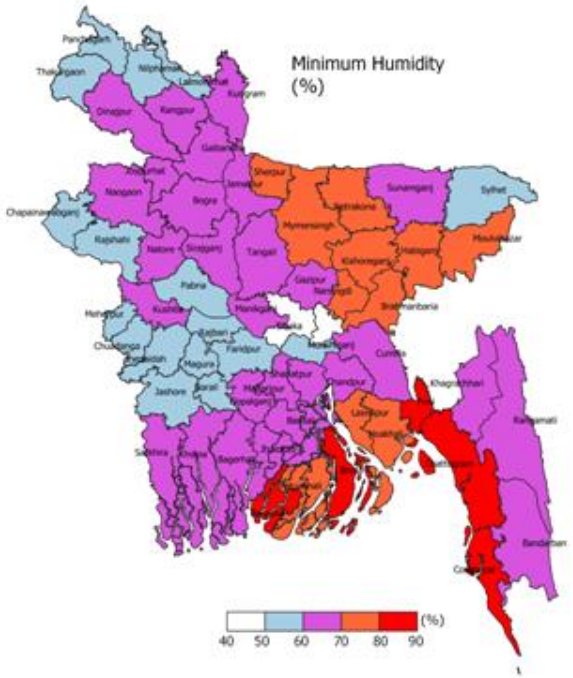
Minimum Humidity
(%)
(%)
40 50 60 70 80 90

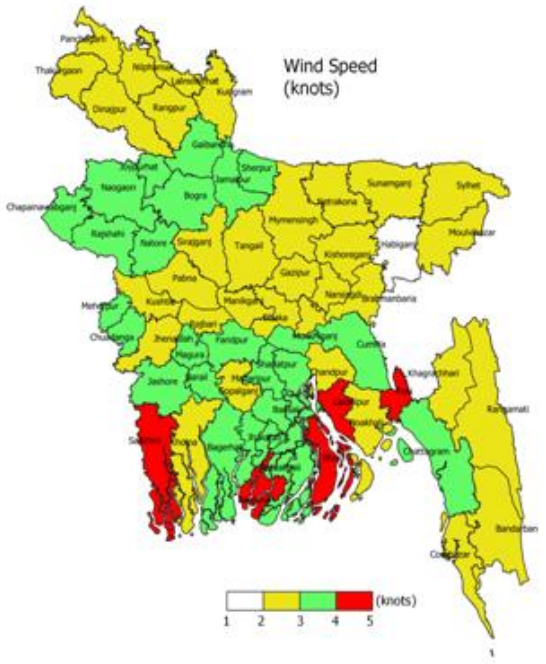

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 12 (3rd April -9th April) over Agricultural regions of Bangladesh

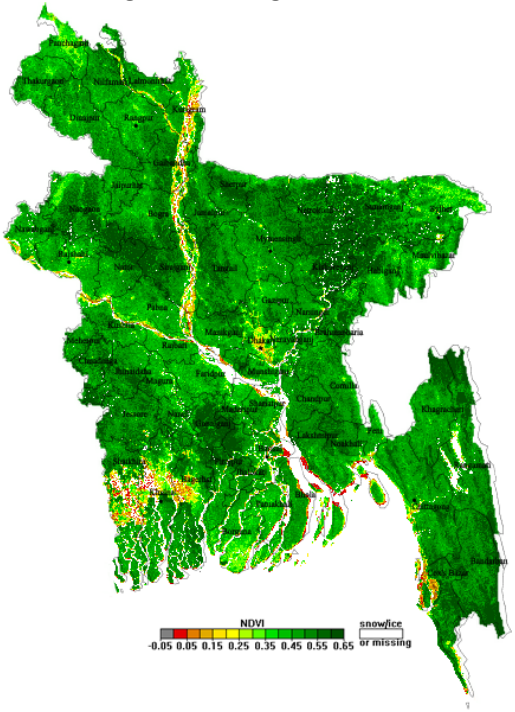

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 12 (3rd April -9th April) over Agricultural regions of Bangladesh

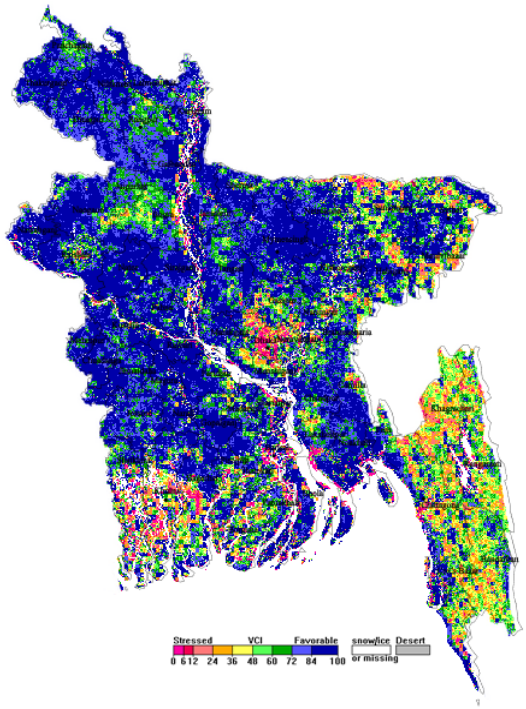

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 12 (3rd April -9th April) over Agricultural regions of Bangladesh	NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 12 (3rd April -9th April) over Agricultural regions of Bangladesh
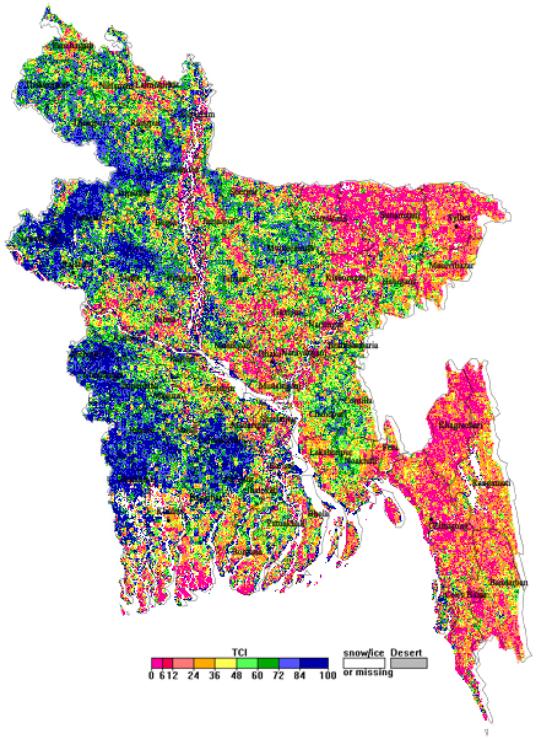	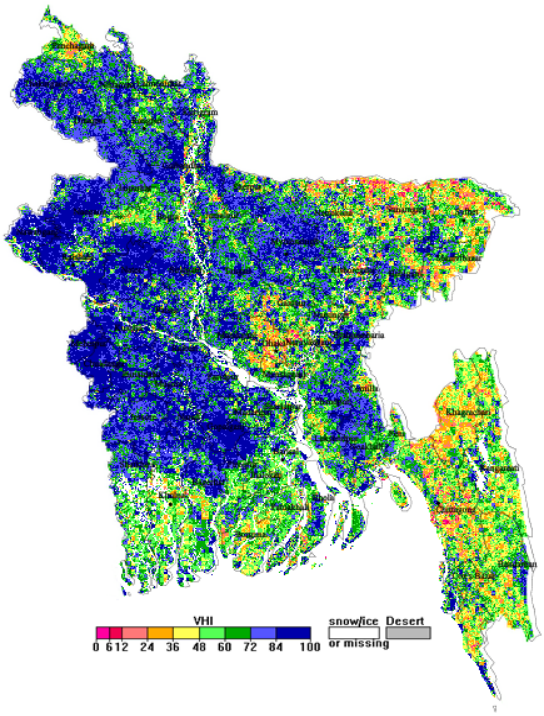

স্ট্যান্ডার্ডাইজড বৃষ্টিপাত সূচক (SPI) ব্যবহার করে বাংলাদেশে **আবহাওয়াগত খরা পর্যবেক্ষণ:**

গত তিন মাসে ও ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অংশগুলির কয়েকটি জেলা আর্দ্র অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং কেন্দ্রীয় অংশগুলির কয়েকটি জেলা শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

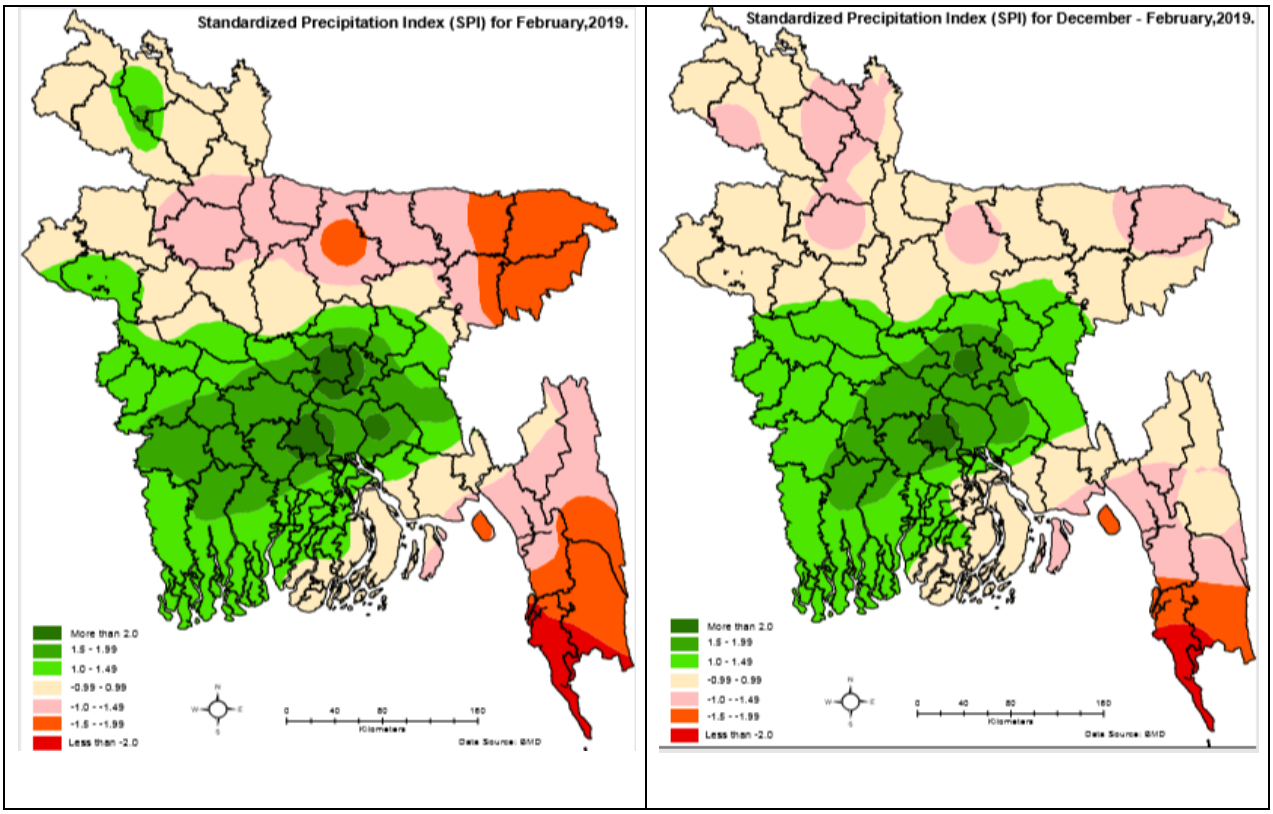

Source: Bangladesh Meteorological Department

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

১০ এপিল ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংল ভারতের আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে তবে বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৩৯	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০১
বৃদ্ধি	২৩	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০৪
হ্রাস	১০	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০৫
অপরিবর্তিত	০১	**বিপদসীমার উপরে**	০